মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ের বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মাঠে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপজেলা পর্যায়ের টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাকিব, বাগোওয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খানসহ উপজেলার প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ।

মুজিবনগর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের চ্যাম্পিয়ন দল উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

মুজিবনগরে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ

গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, পন্সর ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে এসএসসি পরিক্ষার ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর

বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস হলরুমে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম)রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায় এবং গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিভোব দেওয়ান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার হাসনাইন করিম,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য বাবুল মল্লিক।

এ সময় গুডনেইবারর্স এর পন্সর ১৭জন ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে এসএসসি পরিক্ষার ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ করা।

মুজিবনগর পুলিশের অভিযানে জামায়াতে ইসলামীর ৮ নারী কর্মী আটক

সরকার সম্পর্কে বিদ্বেষ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে নাশকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এলাকার সহজ-সরল নারীদের একত্রিত করে গোপন সভা করাকালিন সময়ে পুলিশের অভিযানে জামায়াতে ইসলামীর ৮ সক্রিয় নারী কর্মী আটক হয়েছে।

আজ বুধবার (২৬ জুলাই) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ মুজিবনগর উপজেলার খাঁনপুর কালীতলার মোড় এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জামায়াতে ইসলামীর এই ৮ নারী কর্মীকে আটক করা হয়।
এসময় তাদের নিকট থেকে বিপুল পরিমান জিহাদী বই টাকা আদায়ের রশিদ বই উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, খাঁনপুর গ্রামের আবু সিদ্দিকীর স্ত্রী জামায়াতের নারী নেত্রী রেবেকা খাতুন (৩৫), একই গ্রামের সুমন আলীর স্ত্রী জেসমিন খাতুন (৩৪), ফিরোজ আলীর স্ত্রী নাসিমা খাতুন

(৩৫), আসাদুল হকের স্ত্রী কুলছুম খাতুন (৩৮), মনোয়ার হোসেন এর স্ত্রী জুলেখা খাতুন (২১), শরিফ উদ্দীনের স্ত্রী শান্তনা খাতুন (৩২), মুকুল আলীর স্ত্রী শামসুন্নহার (৩৭), শরিফুল ইসলামের স্ত্রী সালমা খাতুন (৩১)।

মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খাঁনপুর গ্রামের আবু সিদ্দিকের বাড়িতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েক জন পালিয়ে যায়। এসময় জামায়াতের আট নারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

ওসি মেহেদী রাসেল আরও জানান, সরকার সম্পর্কে বিদ্বেষ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে নাশকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা এলাকার সহজ-সরল নারীদের একত্রিত করে গোপন সভা করছিল। যা জনগনের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী)/২০১৩ এর ৬/৭/১০ ধরায় তাদের নামে মামলা করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া ৮ জনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৫/২০ জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদেরকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মুজিবনগরে মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ এর উদ্বোধন

“নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ গড়বো সোনার বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে ভবের পাড়া মোড় প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ

বিশ্বাসের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপেজলা মৎস্য অফিসার গোলাম সরোয়ার, উপেজলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আরএমও তৌফিক আহাম্মেদ, উপজেলা সমবায় অফিসার জহুরুল আমিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুব আলম,মুজিবনগর
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ সভাপতি মহসিন আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে উপজেলার ৩জন সফল মৎস্য চাষীকে পুরস্কৃত করা হয। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যান্ট ফজলুল হক।

মুজিবনগরের দুই ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরের বাগোয়ান ও মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পি ডব্লিউ ডি আই রেস্ট হাউজে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক মতিউর রহমান মতিনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেন এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের

সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার বাগওয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল মল্লিক, মুজিবনগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি ও মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবুল কালাম আজাদ। দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রাসেল উদ্দীন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইসরাফিল আলম পালু। উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব। মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সম্মেলন কমিটির সদস্য শাহরিয়ার আজম পরাগ, আনিসুর রহমান শুভ, রোকনুজ্জামান রোকন, মেহেদী হাসান বগা, রাব্বি,শাহঅলিউল্লাহ সোহাগ জুয়েল রানা, সুমন আহমেদ। দারিয়াপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাজাহান সিরাজ দোলন, সাধারণ সম্পাদক লিংকন, মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাসেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইউনুস আলীসহ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

সম্মেলনে ইশতিয়াক কে বাগোয়ান ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এবং সোহানুর রহমান সোহানকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়।

এবং মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবু নঈম ডালিম কে মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এবং মোনাখালী ইউপি সদস্য আলাউদ্দিনকে মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলন শেষে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের লিফলেট বিতরণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষে মুজিবনগরে বিএনপির গণসংযোগ

২৭ শে জুলাই বিএনপির মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেছেন বিএনপির

নেতাকর্মীরা।

আজ বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন,জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক এ্যাডঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জিয়া প্রজন্ম দলের সদস্য সচিব ইসমাইল হোসেন, ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন, বাছিম প্রমুখ।

বেতাই না মুজিবনগর; কোনটা সঠিক?

একটি ছবি। কিন্তু দুটি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে ভিন্ন্ন স্থানের ক্যাপশন। দুটি ক্যাপশনই মুক্তিযুদ্ধের গৌরাবান্বিত ইতিহাস বহন করে। প্রশ্ন হচ্ছে, একই ছবি কিভাবে দুটি ইতিহাস তৈরি করে? আমাদের মত পাঠকদের মনেও হয়তো প্রশ্ন তৈরি হবে কোনটি সঠিক? বেতাই না কী মুজিবনগর।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের (সাবেক মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ) ‘ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন’ স্মারক সংখ্যা ও কলেজে অধ্যক্ষর কক্ষের ডিসপ্লে বোর্ডে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক মাসুদ রেজার বিরুদ্ধে। মাসুদ রেজা মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভুগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

স্মারক সংখ্যার কোথাও মরহুম ছহিউদ্দিনকে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বা জড়িত থাকার তথ্য না থাকলেও সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের বাণীতে মরহুম ছহিউদ্দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্মারক সংখ্যার একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের বেতাই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পতাকা

উত্তোলন করছেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম সেখানে পতাকাকে সালাম জানাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন। ওই একই ছবি মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে নোটিশ বোর্ডে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ অনুষ্ঠানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০২২ সালের মার্চ প্রকাশিত ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) নামের একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা ও কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে ইতিহাস পরিক্রমায় ছহিউদ্দিন কর্ণার পর্যবেক্ষণ করলে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি উঠে আসে।

স্মারক সংখ্যা থেকে জানা গেছে, সংখ্যাটি একটি গবেষণা সংকলণ। ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহি উদ্দীন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত)” নামকরণের সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন ছহি উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারি অধ্যাপক এম মাসুদ রেজা। সংখ্যাটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি’র “কিছু কথা” এবং মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের বাণী ছাপানো হয়েছে। স্মারকসংখ্যায় তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মিলে ২২টি নাম। তার মধ্যে সালাউদ্দিন দুলক, (সাবেক সরকারি কর্মকর্তা) ভূগোল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, আব্দুল হামিদ রায়হান রুপান্তর কুষ্টিয়া, জীবনের জয়রথ, তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরী এবং ব্যারিষ্টার আমির উল ইসলাম।

সংকলণে প্রায় পঞ্চাশটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। যেগুলো দৈনিক

ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক যুগান্তর (কলকাতা), বাংলার বাণী, জয়বাংলা মুজিবনগর, দৈনিক বাংলা, দৈনিক আযাদ ও দি পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকাগুলো থেকে।

যে ছবিটি নিয়ে বিতর্ক উঠেছে, সেটি হলো, “মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে বেতাইয়ে পতাকা উত্তোলন করছেন হুইফ আমির উল ইসলাম এবং সালাম দিচ্ছেন মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন ও অন্যান্য এমএনএ/ এমপিগণ” এই ক্যাপশন সংবালিত একটি ছবি। যেটি সংকলণের চব্বিশ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

আবার এই ছবিটিই ক্যাপশন বদলিয়ে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের রুমে ডিসপ্লে বোর্ডে সাটানো হয়েছে।বোর্ডের একাংশে লেখা “ইতিহাস পরিক্রমায় ছহি উদ্দিন বিশ্বাস”। তার নিচে দেওয়া রয়েছে ৬টি ছবি। বোর্ডের অপরাংশে লেখা আছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহসী সংগঠক ও মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ছহিউদ্দিন বিশ^◌াস এর জীবনতরী। বোর্ডে দেওয়া ছয়টি ছবির মধ্যে (বাম থেকে) দ্বিতীয় ছবিটি ক্যাপশন বদলানো সেই ছবি। ক্যাপশনে লেখা আছে “শপথ অনুষ্ঠানে প্রথম সরকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়”। একই ছবি ভারতের বেতাই ক্যাম্পের আবার প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের। এটি পরিকল্পিত বিকিৃত বলে মনে করেছেন অনেকেই। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের ইতিহাস বিকৃতি সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাও অনেকটাই অবাক হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আযীমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, আমি এই সংকলণ বা আমার রুমের ডিসপ্লে বোর্ডের ছবি বা লেখা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না। ৫২ পৃষ্ঠার সংকলনটির কোনো একটি স্থানেও

আমার কোনো নাম নেই। এটি সম্পাদনা করেছেন, কলেজের সহকারী অধ্যাপক এম মাসুদ রেজা, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন। আপনার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছে। তাদেরকে আপনি কোনটি ঠিক বলে উত্তর দেবেন এবং এটি ইতিহাস বিকৃতি কিনা এমন প্রশ্নে অধ্যক্ষ একরামুল আযীম কোনো কথা বলতে সম্মত হননি।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা গেছে, মরহুম ছহিউদ্দিন পঞ্চাশ দশকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহযোদ্ধা হিসেবে মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি শুরু করেন। ষাটের দশকে মেহেরপুর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৯ হতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আমৃত্য ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। তিনি ১৯৭০, ১৯৭৩ ও ১৯৮৬ সালে মেহেরপুর-মুজিবনগর আসনের জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন অনুকরণীয় রাজনীতিককে নিয়ে এধরনের পরিকল্পিত ইতিহাস বিকৃতি কি খুব জরুরী ছিল ? ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উনার অনুপস্থিতি কি উনার অর্জন বা রাজনৈতিক জীবনকে খাঁটো করে? তাহলে কেনো একটি ছবির ক্যাপশন পাল্টিয়ে মরহুম ছহিউদ্দিন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখানো হলো?

সংকলনটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি স্মারকসংখ্যার কিছু কথা শিরোনামে তাঁর বাবা সম্পর্কে লিখেছেন, কিংবদন্তিতুল্য অনুকরণযোগ্য এক মহান রাজনীতিক হিসেবে। কোথাও তিনি ১৭ এপ্রিলের শপথ অনুষ্ঠানে তার বাবার উপস্থিতির কথা লেখেন নায়। অতিউৎসাহি হয়ে এ ধরনের একটি বিকৃত ইতিহাস কেনো জন্ম দেওয়া হলো এনিয়ে একটি তদন্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অনেকেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কিছু শিক্ষানুরাগী ও সংগঠক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কক্ষে বিকৃত ইতিহাস প্রকাশ করার ফলে শিক্ষার্থী ভুল ইতিহাস শিখবে। একই সঙ্গে ম্যাগাজিনে সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলমের বাণীতে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে তারও অনুসন্ধান করে ম্যাগাজিনের সংশোধনী সংস্করণ বের করার দাবী জানান তারা।

মুজিবনগরে ১৭ এপ্রিলের কোরআন তেলোয়াতকারী বাকের আলী বলেন, ৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের শপথ অনুষ্ঠানে মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। অথচ, একটি ছবির ক্যাপশন বদল করে তাকে উপস্থিত দেখানো ঠিক হয়নি। এটি ইতিহাস বিকৃতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন আচরণ শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম বলেন, একটি স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকতে হয়। অথচ, এই স্মরণিকাটি মাত্র একজনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সেকারনে, মারাত্বক একটি অপরাধও সংগঠিত হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:) এম এ মালেক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মো: নুরুল ইসলাম তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জাতীর শ্রেষ্ট অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি একটি জঘন্য অপরাধ। সে যেই হোক ইতিহাস বিকৃতিকারির বিচার হওয়া উচিত।

তৎকালিন বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি দোয়াজ উদ্দিন মন্ডল (যিনি ১৭ এপ্রিলের আনুষ্ঠানিকতার প্রত্যক্ষ সংগঠক ছিলেন) বলেন, আমি অনেকবার বলেছি, মেহেরপুরের কোনো নেতাই সেদিন মুজিবনগরে উপস্থিত ছিলেন না। তারপরও যারা এধরনের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের বিচার হওয়া উচিৎ। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত নেতা মোমিন চৌধুরীর ভিডিও রেকর্ড মেহেরপুর প্রতিদিনের সংগ্রহে আছে। তিনিও মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেননি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ইতিহাস বিকৃতি খুবই লজ্জাজনক, শিক্ষার্থীরা এতে বিভ্রান্তি হবে। মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরের অনুষ্ঠানে ছিলেন না (প্রিন্ট ভার্সনে ছাপাজনিত ভুলের কারণে ‘না’ শব্দটি বাদ গিয়েছে)। তাঁকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা করা মানে তাঁকেই খাটো করা

হয়েছে।

তবে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক ও মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজার সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে কথা বলার জন্য বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি এবং তিনি ফোন ব্যাকও করেননি।

রোমানিয়ায় গিয়ে প্রতারনার শিকার মুজিবনগরে দুই যুবক; থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে ইউরোপের দেশ রোমানিয়ায় গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন সজিব মোল্লা ও দেলোয়ার হোসেন নামের দুই যুবক। ভালো বেতনের কাজের আশায় গিয়ে ৩ মাসের মধ্যে সব কিছু খুইয়ে নিঃস হয়ে বাড়ি ফিরেছেন তারা।

এ ঘটনায় মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের সাদ্দাস হোসেন নামের এক দালালের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় আলাদা আলাদা অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

প্রতারণার শিকার মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের হজরত আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন তার লিখিত অভিযোগে বলেন, উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের আত্তাব উদ্দীনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন দুর্ধর্ষ ও প্রতারক। প্রতারক সাদ্দাম হোসেন নিজেকে আদম ব্যবসায়ী হিসেবে দাবি করে বিভিন্ন দেশে চাকরি দিয়ে থাকেন। ৬০ হাজার বাংলা টাকা বা ২৫৫০ লেই এর বেতনে ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ দেবো। তার সরল কথায় বিশ্বাস করে সহায় সম্বল বিক্রি করে ৭ লাখ ৭০ হাজার টাকায় চুক্তি করি। পরে রোমানিয়া গেলে কোন দায়িত্ব না নিয়ে সে দেশের একটি ৯তলা বিল্ডিংএর একটি কক্ষে তালা মেরে রেখে দিতো। পরে হাতে পায়ে ধরে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করি সাদ্দামকে। কিছুদিন পর বিভিন্ন কাগজপাতিতে সাক্ষর করে ও দেশে আমার বাবা-মার লোক মারফতে সাক্ষর নিয়ে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। সেই সাথে ৫ লাখ টাকা ফেরত

দেবার আশ^◌াস দেয়। পরে দেশে এসে সে টাকা চাইলে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে। দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, আমার সাথে যখন তার চুক্তি হয় তখন সে দেশেই নিজ বাড়িতে ছিল। এখন সে ইতালিতে আছে।

একই অভিযোগ করেন উপজেলার রামনগর গ্রামের আসলাম মোল্লার ছেলে সজিব মোল্লা। তিনি বলেন, রোমানিয়াতে যাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে আমার ভিসা বাতিল হয়ে যায়। পরে সাদ্দাম আমার কাছে আরও ৪ লাখ টাকা চাই, ইতালিতে পাঠিয়ে দেবার কথা বলে। কিন্তু আমার কাছে টাকা না থাকায় দিতে অপরাগতা প্রকশ করি। তখন সে আমাকে একটি বদ্ধ ঘরে তালা মেরে রেখে দিতো। পরে আমি সুযোগ বুঝে খাবার কেনার নাম করে পালিয়ে সে দেশের পুলিশের আশ্রয় নিই। কিছুদিন পর আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।
এ বিষয়ে দালাল সাদ্দামের সাথে ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যারা দেশে ফিরে গেছে তারা নিজ দায়িত্বে ফিরে গেছে। আমার কাছে লিখিত প্রমান আছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদি রাসেল জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। শেষ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুজিবনগরে চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনের একযুগ পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের তিন মেয়াদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের দায়িত্ব পালনের একযুগ পূর্তি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ইউনিয়নবাসী।

আজ বৃহস্পপতিবার বিকেলে ইউনিয়ন ব্যাপী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা, পুষ্পমাল্য অর্পণ, কেককাটা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইউনিয়নব্যাপী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করে মুজিবননগর স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপরে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী রাসেল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোমেন মিলু, উপজেলা যুব মহিলা লীগ সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি মজিবুর রহমান মধু বিশ্বাস, সাবেক প্রধান শিক্ষক প্রশাস্ত মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের পরিষদের সকল ইউপি সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতায স্থানীয় ও অন্য জেলা থেকে আগত শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শেষে আতশ বাজি ফাটিয়ে আকাশ রাঙানো হয়।

১২ বছরের দীর্ঘ মেয়াদে পরিষদ পরিচালনা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের অভিজ্ঞতার আলোকে চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন বলেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভুল ভ্রান্তি ভুলে সকলকে এক ঐক্যের মাধ্যমে শক্তিশালী সংগঠনিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনাকে পুনর্বার বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এনে দিতে হবে।

ভারপ্রাপ্তের ভারে ন্যুজ

মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই দেড় বছর চলছে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। ফলে দিন দিন কমছে বিদ্যালয়টির শিক্ষার মান। এতে প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হলেও নিয়োগের কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তবে অন্যান্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর নিয়োগ যথারীতি চলছে। ইতোমধ্যে দুই জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে মোটা অংকের বানিজ্য হলেও ওই বিদ্যালয়ের উন্নয়নে একটি টাকা পাওয়া যায়নি বলেও জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাদেক আলী।

সভাপতি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেড় বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদটি ঝুলিয়ে রেখেছেন বলে একটি সূত্র দাবী করেছেন। সভাপতির নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতেই প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে বাধাগ্রস্ত করছেন। এক্ষেত্রে একবারও প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অভিভাবক বলেন ‘দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদ ফাঁকা থাকলে শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাঘাত ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। অন্য পদে নিয়োগ চলছে অথচ যেটা জরুরি সেই প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ হচ্ছে না। এমন পরিবেশে আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় আছি।’

স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, একজন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে কেন্দ্র করেই সে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য রচিত হয়। অথচ কিছু মানুষ নিজেদের সুবিধা আদায়ে ও নিয়োগ বাণিজ্য করতে বছরের বছর ধরে এসব স্কুল ও কলেজে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বাধাগ্রস্ত করেন।

এব্যাপারে মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি শাহাবুদ্দীন জানান, পরস্পর জানা শোনার মধ্য দিয়ে একজন প্রধান শিক্ষক খোঁজা হচ্ছে। এধরনের চেনা জানা প্রধান শিক্ষক পাওয়া যায়নি বলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। তাছাড়া গ্রামের স্কুল এজন্য সার্কোলারও দেওয়া হয়নি। চেনা জানা প্রধান শিক্ষক পাওয়া গেলে পত্রিকায় সার্কোলার দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্বাছ উদ্দীন বলেন, বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর নির্ভর করে। পূর্নাঙ্গ কমিটি না থাকলে সেখানে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে অতি দ্রুত যাতে নিয়োগ দেওয়া যায়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।